দৈনিক ইনকিলাব
শুধু দেশ ও জনগণের পক্ষে
তারিখঃ ১০-০৪-২০২৩ (পৃঃ ০৯)

লৌহজংয়ের মাঠে মাঠে সবুজ সমারোহ

ইরি-বোরো ধানে দোল খাচ্ছে কৃষকের স্বপ্ন

মো. শওকত হোসেন, লৌহজং (মুন্সীগঞ্জ) থেকে

মুন্সীগঞ্জের লৌহজং চলতি রবি মৌসুমে ফসলি জমির মাঠজুড়ে শোভা পাচ্ছে ইরি-বোরো ধান। ধানের সবুজ রঙে ভরে উঠেছে উপজেলার বিস্তীর্ণ মাঠ। এবার উপজেলায় লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ১০ হেক্টর বেশি জমিতে ইরি-বোরো ধানের আবাদ হয়েছে। উপজেলায় এবার আলুর আবাদ কম হওয়ায় গত বছরের তুলনায় এ অঞ্চলে বেশি ইরি-বেরো আবাদ হয়েছে। উপজেলা জুড়ে ইরি-বোরো ধানের ক্ষেত পরিচর্যা শুরু হয়েছে পুরোদমে। সরেজমিনে দেখা যায়, উপজেলার কনকসার, গাঁওদিয়া, কলমা, খেতেরপাড়া ও বৌলতলী ইউনিয়নে মাঠের পর মাঠ জুড়ে ইরি-বোরো জমিতে সেচ, সার ও কীটনাশক প্রয়োগ এবং ধানের চারা পরিচর্যার কাজে ব্যস্ত সময় পার করছেন কৃষকরা।

কৃষকরা জানান, আবহাওয়া অনুকূলে থাকাসহ সঠিক সময়ে চারা লাগানো থেকে শুরু করে সেঁচ দেয়া ও সার সংকট না থাকায় ধানের বাম্পার ফলনের সম্ভাবনা রয়েছে। তবে এর মধ্যে হালকা বৃষ্টিপাত হলে ধানের রোগ-বালাই অনেকটাই কমে যাবে এমনটা ধারণা করা হচ্ছে। প্রান্তিক চাষিরা জানান, গত বছর ধান ও চালের দাম বেশি থাকায় কৃষকরা আগ্রহ সহকারে বেশি জমিতে ধান চাষ করেছেন। বর্তমানে কৃষকরা জমিতে রোপনকৃত ধানের পরিচর্যার কাজে ব্যস্ত সময় পার করছেন। আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে এ বছর ইরি-বোরো ধানের বাম্পার ফলনের সম্ভাবনা রয়েছে। গত বছর ধান ও চালের দাম ভালো পাওয়ায় অনেক প্রান্তিক ও ঠিকাণ্ড বর্গাচাষি এবছর ইরি-বোরো চাষে ঝুঁকেছেন। চাষি স্বপন ঢালী জানান, লাভ হোক আর লোকসান হোক, বুকভরা আশা নিয়ে চাষবাসে লেগে থাকাই আমার পেশা। এবার তিনি ১০ একর জমিতে ইরিন্দ্র আবাদ করেছেন। ডিজেলের দাম বেশি থাকায় সেচের খরচ একটু বেশি হচ্ছে। হালকা বৃষ্টিপাত হলে শেষ খরচ কিছুটা কমে যাবে।

উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ মো. শরীফুল ইসলাম দৈনিক ইনকিলাবকে জানান, চলতি মৌসুমে উপজেলায় ৩ হাজার ১'শ হেক্টর জমিতে ইরি-বোরো ধান চাষের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল। কিন্তু লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে ৩ হাজার ১'শ ১০ হেক্টর জমিতে ইরি-বোরো ধানের আবাদ সম্পন্ন হয়েছে।

এবছর এসব ইরি-বোরোর জমিতে উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ১৬ হাজার মেট্রিক টন।

আরও জানায়, এ বছর ব্রি ধান- ৯২,৮৯'২৯, এবং হাইব্রিড এসএলএটি টিআর জাতের ধান রোপন করা হয়েছে। অফিসের পক্ষ থেকে ইরি-বোরো ধান চাষিদের উদ্বুদ্ধকরণ, পরামর্শ, বৈঠক, নতুন নতুন জাতের বীজ সরবরাহ ও প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।বাজারে বর্তমানে ধান ও চালের চাহিদা থাকায় এ অঞ্চলের জেলাগুলোতে ইরি-বোরোর চাষ বাড়ছে।